02 SEP 2016

সংবাদ

তারিখ ... 02 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সরকারি বিদ্যালয় ও কোচিং সেন্টারের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিষ্ঠুর আচরণ এবং কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের ওপর এর প্রভাব

হিমেল হাওয়া ও আকাশে যখন মেঘের গর্জন অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ে। কাঁথা মুড়ি দিয়ে সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে ঠিক তখনই ছাত্রছাত্রীরা ছুটে যায় বিদ্যালয় অথবা কোচিং সেন্টারে। তখনই মনে পরে অতীতের আমাদের সময়ের কথা। যখন এত ভোরে বিদ্যালয়ে বা কোচিং সেন্টারে যাওয়ার তাড়া ছিল না, ছিল না কোন প্রতিযোগিতা। অথচ আজকের এই সময়ে সবকিছুই পাল্টে গেছে। সকালে সূর্য্যি উঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাচ্চাদের ছুটতে হয় বিদ্যালয়ে নয়তো কোচিং সেন্টারে। কিন্তু এই বিদ্যালয় ও কোচিং সেন্টারে যাওয়ার পর মা-বাবা দুশ্চিন্তায় থাকেন বাচ্চারা কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা আহত হচ্ছে কি-না। যেমন ধরুন নওশদ সাহেবের কোচিং সেন্টারে ঘটে যাওয়া ৭-৮-২০১৬ইং তারিখে ছোট একটি বাচ্চা (৪র্থ শ্রেণী) যার চেহারা দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে কর-বুকে টেনে নিতে ইচ্ছে করে (বেত্রাঘাত করা তো দূরের কথা) সেই বাচ্চাকে নওশাদ সাহেবের মতো শিক্ষকরা মেরে অসুস্থ করে আবার জোর গলায় বলতে থাকে বাচ্চাটি দুষ্টুমি করেছে তাই মেরেছি। আমার' মতে, বাচ্চারা তো দুষ্টুমি করবেই। 'তাই বলেএভাবে মেরে অসুস্থ করতে হবে? বাচ্চারা- যাদি দুষ্টুমি না করে তাহলে কি বড়রা দুষ্টুমি করবে? কথায় বলে 'চরের মার বড় গলা' একটু দ্বিধা বা সঙ্কোচ বাধ হয় না বা ওদের বিবেক ওদেরকে ধিক্কার দেয় না- অন্যের বাচ্চার ওপর হাত উঠবে কেন? কেন ওদের বিরুদ্ধে সরকার শাস্তির ব্যবস্থা করে না? কেন এই অমানুষ শিক্ষকদের হাতকড়া পরানো হয় না? মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এত ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শারীরিক ও মানসিক শাস্তির বিরুদ্ধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন তাহলে কেন বিদ্যালয়ে এইসব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য করছেন না কিংবা বিলম্বিত হচ্ছে একটু বলবেন কি? কেন এইসব 'অমানুষ'র জন্য মা-বাবা বাচ্চাদের নিয়ে ডাক্তারদের কাছে দৌড়াবেন? বাচ্চারা সুস্থ অবস্থায় বিদ্যালয়ে বা কোচিং সেন্টারে যায় কিন্তু ফিরে আসে অসুস্থ হয়ে এর উত্তর দিতে পারবেন কি?

কোচিং সেন্টার বন্ধ করার ওপর জোর দিচ্ছে সরকার। কিন্তু দেখা যায় যত্রতত্র ব্যাঙের ছাতার মতো কোচিং সেন্টার গড়ে উঠছে। সরকার তো কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করছে না। আর যদি গ্রহণই করবে তাহলে নওশাদ সাহেবের মতো শিক্ষক কিভাবে কোচিং সেন্টার চালিয়ে যেতে পারছেন? তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। এই শিক্ষক শুধু একবার নয় সবসময় বাচ্চাদের ওপর এই অমানুষিক এবং অমানবিক আচরণ করে থাকেন। অথচ এই শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না। শুধু নওশাদ সাহেব নয় 'সরকারি কলেজিয়েট' বিদ্যালয়ে এই ধরনের অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন যারা কথায় কথায় ছাত্রদের ওপর বেত্রাঘাত করতে থাকেন। এরা কি শিক্ষক-শিক্ষিকা নাকি অত্যাচারী? ওরা ভুলে যায় ঘরে ওদের সন্তান আছে। যে সন্তানকে মায়া-মমতা দিয়ে সবকিছু বোঝায় এবং আদায় করে নেয় ঠিক তেমনি উনারা বিদ্যালয়ে আসার পর প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে সন্তান ভেবে মায়া মমতা দিয়ে জ্ঞান দান করবে- এটাই নিয়ম। একবার না বুঝলে বারবার বোঝাতে হবে। এই কোমলমতি ছাত্রছাত্রিদের ওপর কেন বুলডোজার চালাবে, কেন চলবে অমানুষিক নির্যাতন? পড়ালেখা করতে এসে কেন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকবে, কেন ওদের অজানো প্রশ্নের উত্তর শিক্ষকদের কাছে জানতে পারবে না?

তাই মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর কাছে একজন মা হিসেবে আকুল আবেদন এইসব অত্যাচার বন্ধ করুন, কোচিং সেন্টার বন্ধ করুন। বিদ্যালয়গুলোতে এমন নির্দেশ দিন যেন কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও বেত্রাঘাত করতে ভয় পায়। কোন মা-বাবা যেন সন্তানদের নিয়ে চিন্তিত না থাকেন– কোন সন্তান যেন অসুস্থ হয়ে বাসায় না আসে। এইসব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এমন জায়গায় বদলীর ব্যবস্থা করুন যাতে ওরা ওদের কৃতকর্মের জন্য সচেতন হয় এবং বিদ্যালয়ে পরিহার করে ওদের অমার্জিন ব্যবহার। তবেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হবে ভয়হীন, সুশৃঙ্খল ও সুন্দর। গড়ে উঠবে সুন্দর সমাজ।

অভিভাবকদের পক্ষে
আর দেব
সদরঘাট, চট্টগ্রাম।